আমাদের সময়

তারিখ 24 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৭

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজটের আশঙ্কা

বরিশাল প্রতিনিধি ●

শিক্ষকদের চলমান আন্দোলনে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকায় সেশনজটের শঙ্কায় রয়েছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া ১৩৬৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শুরুতেই পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম। পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে হলেও ক্লাস না হওয়ায় ফলাফল ভালো হবে না বলে মনে করছেন অনেকে।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়েরে জনসংযোগ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ১৩৬৫ জন শিক্ষার্থীর ওরিয়েন্টেশন ক্লাস ১৭ জানুয়ারি হওয়ার কথা ছিল।

তবে জাতীয় বেতন স্কেলে সিলেকশন গ্রেড বহাল রাখা, গ্রেড সমস্যা নিরসন, পৃথক স্কেলের দাবিতে ৮ মাস ধরে চলা শিক্ষকদের আন্দোলনটি ১১ জানুয়ারি থেকে ক্লাস বর্জন কর্মসূচিতে রূপ নেওয়ায় বিপাকে পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

চলমান আন্দোলন নিয়ে শিক্ষার্থীরা মনে করেন শিক্ষকের মর্যাদা সবার ওপরে। তবে তারা কিছুতেই শিক্ষকদের পদ অবনমন সমর্থন করেন না।

ক্লাস বন্ধের আন্দোলনের প্রভাব নিয়ে রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থী জিনাত নাসরিন বলেন, এমনিতেই কোর্স কমপ্লিট হয়নি। তার ওপরে ২৫ জানুয়ারি ছিল পরীক্ষা নেওয়ার তারিখ। ধর্মঘটের ফলে কবে ক্লাস নেবে আর পরীক্ষা হবে শঙ্কায় আমরা।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মুনিরা মমতাজ বললেন, এমনিতেই আমরা ২ মাসের সেশনজট সঙ্গী করে চলেছি। এতে করে অনার্স কোর্স কমপ্লিট করে বের হতে ৪ বছরের নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাবে।

ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষার্থী মো. সোহাগ হোসেন সোহেল জানান, তাদের ১ম বর্ষের ২য় সেমিস্টারের পরীক্ষা ৩১ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলার কথা ছিল। এখন শিক্ষকদের আন্দোলনের জন্য প্রিন্সিপাল অব ম্যানেজমেন্ট, জেনারেল সায়েন্স, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট প্রতিটি বিষয়ে ৩-৪টি ক্লাস বাকি রয়েছে। বাকি থাকছে প্রেজেন্টেশন ক্লাস। সেশনজট এড়াতে পরীক্ষা যথাসময়ে বা পিছিয়ে নেওয়া হলেও ক্লাস বাকি থাকায় অনেকেরই ফলাফল আশানুরূপ হবে না।

জিএম বায়েজিদ নামে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বলেন, ১০ দিন শীতকালীন ছুটি কাটিয়ে ২৮ ডিসেম্বর ক্লাস শুরু হয়েছিল।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ইংরেজি বিভাগে প্রধান তানভির কায়সার বলেন, দেশে এই প্রথম সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা একযোগে আন্দোলনে নেমেছেন। কারণ, অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোয় তাদের আগের চেয়ে অবজ্ঞা করা হয়েছে। এ জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির পর সর্বশেষ তারা কর্মবিরতির পর্যায়ে এসেছেন।

আন্দোলনে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব ও এর ফলাফল নিয়ে শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. আরিফ হোসেন বলেন, ক্লাস বন্ধ থাকলে সুফল হয় না। আর আমরা শিক্ষকরাও আমাদের উপযুক্ত স্থান শ্রেণিকক্ষ ছেড়ে বাইরে থাকতে চাই না। তবে আন্দোলন এখন যে পর্যায়ে আছে তাতে ঘরে ফিরে যাওয়ার কোনো যৌক্তিকতাও দেখি না। প্রজ্ঞাপন জারি করে আমাদের ৪ দফা মেনে নিলে তবেই আন্দোলন প্রত্যাহার হবে।

শিক্ষার্থীদের সমস্যা নিরসনে বন্ধের সময় বাড়তি ক্লাস নিয়ে পুষিয়ে দেবেন বলে মত প্রকাশ করেন শিক্ষক সমিতির এই নেতা।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এমএম ইমামুল হক বলেন, যা নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে তা যৌক্তিক; কিন্তু বিষয়টি সামান্য মাত্র। এটা নিয়ে আন্দোলনকারীদের এমন অবস্থায় না পৌঁছে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে গেলে বেশ হতো। কেননা এই ক্লাস বন্ধের রেশে সেশনজটে পড়ে শিক্ষার্থীদের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠবে। যার ফল ভোগ করতে হবে প্রশাসক হিসেবে আমাকেও।